STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

নভেম্বর ২০১৭
নবপর্যায় ৫৫
মূল্য ১০ টাকা

টিটু রায় বনাম হাদিয়ার মামলা

অজয় দাশগুপ্ত

ভারতের কেরালা রাজ্যের অখিলা অশোকন গত বছরের ডিসেম্বর মাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নিজের নাম পাল্টে রাখেন হাদিয়া। বেশভূষায় পরিবর্তন আনেন।এরপর শাফিন জাহান নামে এক মুসলিম যুবককে তিনি বিয়ে করেন। কিন্তু অখিলা ওরফে হাদিয়ার বাবা এ বিয়ে অস্বীকার করেন। তিনি আদালতে অভিযোগ করেন, মেয়েকে জোর করে ধর্মান্তকরণে বাধ্য করা হয়েছে। গত মে মাসে কেরালার হাইকোর্ট বিয়েটি নাকচ করে দেয়। হাদিয়াকে পাঠানো হয় বাবা-মায়ের হেফাজতে। কিন্তু তার স্বামী মামলাটি নিয়ে যান সুপ্রিম কোর্টে। এই বিয়ে 'লাভ জিহাদ'কী না, সেটা নিয়ে গোটা ভারত জুড়ে তোলপাড় চলছে। ওই দেশে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রয়েছে বিজেপি, যাদের কাছে হিন্দু ধর্ম সবার ওপরে। এ দলের অনেক সদস্য এবং আরও কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী গ্রুপ এ ইস্যুতে রাজপথে সক্রিয় হয়। সম্প্রতি মামলার শুনানি শুরুর পর আদালত হাদিয়াকে চেন্নাইয়ের একটি হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজের ডিনকে অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব দেন। ওই কলেজেই তিনি পড়াশোনা করছেন। পৃষ্ঠা দুই

এই আর্তনাদও কি ব্যর্থ হবে ? জিতেন বালা এখন দাঁড়াবেন কোথায় ? ছবি: পরিষদ বার্তা

'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে'

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

নাগরিক সমাজের এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছে, বাংলাদেশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছেন তা থেকে তাদের মুক্ত করে জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে।

২৭ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জ মিলনায়তনে আয়োজিত নাগরিক সমাজের সংবাদ সম্মেলনে এ পৃষ্ঠা- ২

সাম্প্রদায়িকতার চোরাবালিতে আটকে পড়ছে রাজনীতি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

এদেশ লালন ও চৈতন্যের পূণ্যভূমি, শাহজালাল, শাহপরান ও মাইজভান্ডারীর এদেশ, হাসনরাজা- রাধারমণের মানব সাধনার এই স্বদেশভূমি, মরমী সহজিয়া সুফীবাদের তীর্থভূমি আমাদের এই মাতৃভূমি। হিংসা ঘৃণা বিদ্বেষ বৈষম্যের বিষে আজ জর্জরিত, অত্যাচার উৎপীড়ন- উচ্ছেদ-উৎপাটনে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরা ক্রমাগতই অনিবার্য নিঃস্বকরণ ও বিলুপ্তির পথে ধাবমান।

মানবাধিকার ও সমানাধিকার মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের সংবিধানের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার অথচ তা বিত্তহীন স্বল্পবিত্তের জীবনে প্রায় অধরায় পরিণত, বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও আতঙ্কের সংস্কৃতি হয়ে উঠছে তাদের নিত্যসঙ্গী। সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর বাড়ছে তাদের আস্থার সংকট, পাল্লা দিয়ে কমছে সরকার-প্রশাসনের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা। কমছে গণতন্ত্রের আয়তন ও পরিসর। একথা সত্য যে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতার সকল ঘৃণ্য হাতিয়ার ছিন্নভিন্ন ও পর্যুদস্থ করে জন্ম নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ সমতা ও শোষণহীনতার লক্ষ্যাভিসারী গণতান্ত্রিক এই রাষ্ট্রটি। মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং আদিবাসী জাতিসত্তাসমুহের মিলিত রক্তস্রোতের রঙ যেমন অভিন্ন তেমনি তাদের স্বপ্ন সাধনা ছিল অভিন্ন এক অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল সকল ধর্ম-বর্ণ-জাতি লিঙ্গ নির্বিশেষে সমতা, সমঅধিকার, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও সংশ্লেষের এক সমাজ।

পঁচাত্তরের পনের আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংস হত্যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হত্যার ধারাটি জোরদার হয়। এইপথে মুক্তিযুদ্ধে পরাস্ত পাকিস্তানি ধারাটির পুণরুজ্জীবনের পথ হয় প্রশস্ত। সাম্প্রদায়িকতার হাত ধরাধরি করে সমাজের একাংশ সীমাহীন লোভ ও লুণ্ঠন লিপ্সায় লিপ্ত হয়। জিয়া-এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসন রাষ্ট্রীয় চার মৌলনীতি পৃষ্ঠা- ৪

'অভিশপ্ত' ও 'পরিত্যক্ত'দের কথা

ব্যাংককে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল আদামা

বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া চলছে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

দক্ষিণ এশিয়ায় অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিকাশে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী বৈঠকের স্বাগত বক্তব্যে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী আদামা দিয়েং বলেছেন, এ অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে বৈষম্য, নিগৃহণ, নিপীড়ন চলছে। মায়ানমারে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় পর্যায় থেকে এমনতরো অপরাধ চলছে যা আন্তর্জাতিক অপরাধের সমতুল্য। বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশেও সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এমনতরো পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের রক্ষায় ধর্মীয় নেতা ও সমাজ অনুরাগীদের দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, মানবাধিকার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কোন বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্যে নয়, সবার জন্যে।

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর দু'দিন ব্যাপী বৈঠকে বাংলাদেশ ছাড়াও কম্বোডিয়া, ভারত, নেপাল, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালীর মোট ৪২ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। বাংলাদেশ দলে ছিলেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ও বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ তায়েবুল বশার।

জাতিসংঘের সংস্কৃতিবিষয়ক উর্ধতন উপদেষ্টা আজ্জা করম তথাকথিত উন্নয়নশীল বিশ্বে বৈষম্য বাড়ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা আজ বিশ্বজনীন এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

জাতিসংঘের গণহত্যা প্রতিরোধ সংক্রান্ত দপ্তর এ বৈঠকের আয়োজক। বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সকল নাগরিকের অধিকার সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সহিংসতার প্ররোচনাদানকে প্রতিরোধ, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজগঠন এবং গণহত্যা যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের হাত থেকে জনগণকে রক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত ছিল।

প্রথম দিনের গ্রুপ বৈঠকে অংশ নিয়ে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রানা দাশগুপ্ত পৃষ্ঠা- ৭

রংপুর তো নয়, আগুনে জলছে সভ্যতা, ঐতিহ্য ছবি: পরিষদ বার্তা

টিটু রায় বনাম হাদিয়ার মামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আদালত বলেছে, কলেজে যাতে তার নিরাপত্তায় কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে জন্য সর্বদা সেখানে সাদা পোশাকে মহিলা পুলিশ অফিসার মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মাত্র কয়েক দিন আগেই বাংলাদেশের উত্তর জনপদের ঠাকুরপাড়া নামের একটি এলাকায় ধর্মান্ধ কিছু লোক তাণ্ডব চালায়। অভিযোগ করা হয়, টিটু রায় নামের এক যুবক– যে নাকি কয়েক বছর থেকেই এলাকায় নেই, লেখাপড়া তেমন জানে না– সে ফেসবুক খুলে তাতে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করে স্ট্যাটাস দিয়েছে। এ নিয়ে টানা কয়েক দিন কিছু লোক সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালায়। মানুষকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। তাতে স্থানীয় লোকদের তেমন সাড়া মেলেনি। কিন্তু দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। তারা অন্য এলাকা থেকে দুস্কৃতকারীদের নিয়ে আসে। তাদের নিয়ে হামলা চালায় টিটুদের এলাকায়, যাতে প্রাণ যায় না–কিন্তু ধন-মান সব যায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখের সামনে তাদের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়। নিম্নবিত্ত-দরিদ্র পরিবারগুলোর সামান্য যা সম্পত্তি ছিল,তা লুট হয়।

ঘটনার পর সরকার কঠোর হয়, শতাধিক দুস্কৃতকারী গ্রেফতার হয়। কিছু লুটের মাল উদ্ধার হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, সব মহলের কাছে নিরপরাধ ও পরিস্থিতির শিকার হিসেবে বিবেচিত টিটু রায়কে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা হয়। আদালতে তার জামিন চাওয়া হয়। কিন্তু তা নাকচ করা হয়। কেন টিটু রায়কে গ্রেফতার করা হলো, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু উত্তর নেই। হতে পারে তার নিরাপত্তা দরকার। ধর্মান্ধ অপশক্তি তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো ভারতের সুপ্রিম কোর্টের অখিলা অশোকন ওরফে হাদিয়ার নজির আমরা অনুসরণ করতে পারি। তার নিরাপত্তার প্রয়োজন মনে করেছেন আদালত এবং তার কলেজে সর্বক্ষণ সাদা পোশাকে মহিলা পুলিশ অফিসার নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুর্ভাগ্য, কক্সবাজারের রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর, পাবনার সাঁথিয়া সহ আরও কয়েকটি স্থানে 'ফেসবুক' চক্রান্তের পরও আমাদের চৈতন্যোদয় ঘটছে না। ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সুপরিকল্পিত ভাবে তাদের কার্য সিদ্ধি করে চলেছে। তারা কি পরবর্তী কোনো এলাকাকে টার্গেট করেছে? কে জানে, সবার অলক্ষ্যে নতুন কোনো রামু, নাসিরনগর, সাঁথিয়া বা ঠাকুরপাড়া কেলেঙ্কারি ঘটানোর অপচেষ্টা চলছে কী-না।

কেরালার ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী হাদিয়ার পক্ষে লড়ছেন ভারতের শীর্ষ স্থানীয় আইনজীবী কপিল সিব্বল ও ইন্দিরা জয় সিংহ। দুর্ভাগ্য, টিটুরায়ের পক্ষে প্রথম কয়েক দিন তো কোনো আইনজীবীই মেলেনি। অবশেষে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও পূজা পরিষদের চেষ্টায় কয়েক জন আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, নাসিরনগরের ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আইনজীবীরা তো সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন, এমন 'শত্রুর' পাশে তারা কেউ কোর্টে দাঁড়াবেন না।

'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কথা বলা হয়। উপস্থিত ছিলেন নিজেরা করিয় সমন্বয়কারী খুশী কবির, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, ব্লাস্টের নির্বাহী পরিচালক ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, বেলা'র প্রধান নির্বাহী এ্যাড. সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলনের এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের উপদেষ্টা কাজল দেবনাথ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আপনারা অবগত আছেন, ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে হামলার চলমান ধারাবাহিকতার সর্বশেষ নজির রংপুর জেলার গংগাছড়া ও সদর উপজেলার ঠাকুরপাড়া। অতীতের মতো এখানেও হিন্দু সম্প্রদায়ের তথাকথিত একজন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম অবমাননা করছে এই অজুহাতে ঠাকুরপাড়ার গ্রামের প্রায় ১৫ টি বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), নিজেরা করি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম জাতীয় পর্যায়ের এই পাঁচটি নাগরিক ও মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি তথ্যানুসন্ধান কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। গত ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ভুক্তভোগীদের সাথে কথা বলেছেন এবং প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তারা সব ধর্মের ও সব লিঙ্গের লোকজন এবং সাংবাদিকদের সাথেও কথা বলেছেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, রংপুর শহর থেকে প্রায় ১৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত গঙ্গাচড়া উপজেলার ঠাকুরপাড়ার অধিবাসী টিটু রায় (৫০) ফেসবুক একাউন্ট থেকে ইসলাম ধর্ম অবমাননা করে কথিত স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে ১০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ শুক্রবার জুমা'র নামাজের পর সহিংস আক্রমণ করে প্রায় ১৫ টি বাড়িতে ভাংচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় ও লুটপাট চালানো হয়। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি চালালে চা দোকানদার আলমগীর হোসেন (২৮) ঘটনাস্থলে নিহত হন।

রংপুরে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন নিয়ে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

৫ম পৃষ্ঠার পর

আমি কি দোষ করছি যে আমার বাড়ি ঘর শেষ করে দিল। টিটুতো এখানে থাকে না তাহলে আমার ঘর কেন ভাঙ্গলো?

হরকলি(ঠাকুরবাড়ী) অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প ঃ অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস.আই গোলাম মোস্তাফা জানান, তারা ঘটনার সময় এখানে ছিলেন না। তাই প্রকৃত ঘটনা তারা বলতে পারবেন না। তবে, অন্যদের কাছ থেকে যা শুনেছেন তাতে, পুলিশ যথেষ্ট চেষ্টা করেছে ঘটনা প্রতিরোধের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নিজে স্পটে ছিলেন। তিনি জানান, ক্যাম্পে ২১ জন পুলিশ সদস্য আছে, এছাড়া সদর থানার তিনটি পেট্রল টীম সার্বক্ষণিক কাজ করেছে। প্রতিটি দলে ১০ জন পুলিশ সদস্য রয়েছে। তারা সার্বক্ষণিক এলাকার দিকে নজর রাখছেন। তবে যেহেতু চারিদিক দিয়েই এলাকায় ঢোকা যায় তাই তাদের জন্যও বিষয়টি বেশ চ্যালিঞ্জিং।

সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ ঃ ঘটনার পরদিন থেকেই ক্ষতিগ্রস্তদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি ঘর পুননির্মাণ করা হচ্ছে। রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিদিনই কমপক্ষে একবার করে এসে তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাদের আসবাব পত্র দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। নগদ অর্থ সাহায্যও করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এছাড়া পুলিশের পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত ১৬৫ জনকে নাশকতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। টিটু রায়কেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এবং তাকে দু'দফায় ৮ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ ঃ

সরেজমিনে পরিদর্শন ও পূর্বাপর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতিনিধিদলের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, ঘটনাটি হঠাৎ করে হয়নি, এটি একটি পরিকল্পিত ঘটনা।

প্রথমত: লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যিনি টিটুর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তিনি একজন মুদি দোকানদার এবং সমাজিকভাবে তিনি সেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত নন। তথ্যানুসন্ধান দলের মনে হয়েছে এক বিশেষ মহল তাকে দিয়ে মামলাটি করিয়েছে।

দ্বিতীয়ত: মামলা হওয়ার পর উপ প্রকৌশলী ফজলার রহমান টিটু রায়ের বিরুদ্ধে এলাকার সাধারণ মানুষকে মোবিলাইজ করেছেন। এ কাজে তিনি স্থানীয় মসজিদের মাইক ব্যবহার করেছেন এবং সাধারণ মানুষের ধর্মানুভূতিকে কাজে লাগিয়েছেন। যেহেতু তার স্ত্রী ইউপি চেয়ারম্যান এবং জাতীয় পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত এক্ষেত্রে সে প্রভাবও কিছুটা কাজে লাগিয়েছেন।

তৃতীয়ত: ঘটনার দিন জড়ো হওয়া প্রায় সব লোকজনকে ঐ অঞ্চলের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল বিভিন্ন যানবাহনে করে। তাদের বেশিরভাগই ঘটনাস্থল ভালভাবে চিনত না। এ কারণে পুলিশের তারা খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তারা অনেক হিন্দু মানুষকেই জিজ্ঞাসা করেছে তারা কোন দিক দিয়ে পালাতে পারে। মিডিয়াতেও খবর এসেছে ফজলার রহমান তার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন।

চতুর্থত: মানববন্ধন আয়োজনের কথা বলে পুলিশকে সুকৌশলে বোকা বানানো হয়েছে। পুলিশ মানববন্ধন থেকে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার ব্যবস্থা করে। আর এর অন্তরালে তারা বাইরে থেকে লোক এনে উক্ত এলাকায় আক্রমণ করে।

আমরা যখন ভুক্তভোগীদের সাথে কথা বলছিলাম তখন সাদা পোষাকে কিছু পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদের উপস্থিতিতে ভুক্তভোগীরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলছিলেন না। তাদের অনুপস্থিতিতে তারা আমাদের বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের উপর এক ধরনের প্রচ্ছন্ন চাপ রয়েছে।

আমরা যখন টিটু'র মায়ের সাথে কথা বলি তখন দুটি মটর সাইকেলে ৪ জন যুবক এসে সে জায়গায় ঘুরঘুর করতে থাকে। তারা আমাদের কার্যক্রম লুকিয়ে ভিডিও করতে থাকে। পরে তাদের সাথে কথা বললে তারা দাবি করে তারা ঔষধ কোম্পানীতে চাকুরি করে। তারা স্থানীয় বাসিন্দা। আমরা পরিস্কার বুঝতে পারছিলাম, তারা আমাদের মিথ্যা বলছে। পরবর্তীতে ঐ এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলে তারা জানান, এরা সরকার দলীয় লোক।

ঘটনা পর্যবেক্ষণে এ কথা বলা যায়, এই পরিকল্পিত ঘটনাটির জন্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতাও অনেক অংশে দায়ী। পুলিশ এবং প্রশাসন উভয়ই বিষয়টি অবহিত থাকলেও তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। সাংবাদিকদের কাছে কেন এ ঘটনা ঘটলো? এমন প্রশ্নের জবাবে ডি.সি এবং এস.পি'র বক্তব্য ছিল যে, তারা প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ঘটনাটি এভাবে ঘটতে পারে তা তারা ধারণা করেননি। এটা তাদের জন্য লার্নিং। শুধু লার্নিং বলে পুলিশ বা প্রশাসন তাদের দায় এড়িয়ে যেতে পারেনা।

ঘটনার পর ১৬৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কাউকেই রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাবাদ করলে এ ঘটনার সাথে কারা জড়িত, কারা মদদ দিয়েছে, কারা ঘটনাটির পরিকল্পনা করেছিল তা জানা যেত বলে আমাদের বিশ্বাস। ঘটনার পর পুলিশ প্রথমে জানিয়েছিল টিটু রায়ের ফেসবুক আই.ডি. তার নয়। অন্য কেউ এ আই.ডি ব্যবহার করে ঘটনাটি ঘটিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কোন আইনজীবীর সাথে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাকে ৪ দিনের রিমান্ডে নেয়। অত:পর ১৯ তারিখ যখন টিটুর পক্ষে ৭/৮ জন আইনজীবীরা আদালতে অপেক্ষা করলেও তাদের পাশ কাটিয়ে কোন রকম আইনী সাহায্য পাওয়া ব্যতিরেকে তাকে পুনরায় ৪ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। এবং এরপরই আমরা জানতে পারি টিটু রায় তার দোষ স্বীকার করে স্বীকারক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। পুলিশের রিমান্ড নিয়ে আমাদের মধ্যে এক ধরনের সন্দেহ সব সময়ই ছিল। আমাদের ভয় হচ্ছে, এখানে নতুন আর একটি 'জজ মিঞা' নাটক না হয়। কারণ আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এ ধরনের ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগ, তারা নিরাপরাধী হয়েও বছরের পর বছর জেল খেটেছে। পুলিশ এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোন ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করেনি।

সুপারিশ:

- রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার ঠাকুরপাড়ায় সহিংস ঘটনায় একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।
- সকল ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘটনা তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য একটি সার্বক্ষণিক জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে এবং কমিশনকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করে এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কোন ঘটনা ঘটার পর কমিশন দ্রুত বিষয়টি তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিতে পারবে। এবং পরবর্তীতে এ ঘটনা প্রতিরোধে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।
- এ ধরনের ঘটনা দ্রুত বিচার আইনের আওতায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে হবে । যাতে দোষী ব্যাক্তিদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়।
- মিথ্যা অভিযোগে সাম্প্রদায়িক সহিসংতার ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান দিতে হবে। এবং এই ক্ষতিপূরণের অর্থ মিথ্যা অভিযোগকারী ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে সরকার আদায় করবে।
- সহিংসতার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা যে ভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে তা থেকে বের হয়ে আসার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গত ৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় মুদি ব্যবসায়ী রাজু মিঞা বাদী হয়ে আইসিটি অ্যাক্টে'র অধীনে টিটু রায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে গঙ্গাচড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। এরপর তারা টিটু রায়ের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার জু'মার নামাজের পর পাগলাপীর মোড়ে রংপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের পাশে একটি মানববন্ধন এর কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই মানববন্ধনের উদ্যোক্তা ছিলেন শলেয়াশাহ বাজারের ইমাম সিরাজুল হক। তিনি স্থানীয় মসজিদে মাইকে এর ঘোষণা দিয়ে লোকজনকে উপস্থিত হতে আহবান জানিয়েছিলেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ৭ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে মোমিনপুরে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন রংপুর জেলা পরিষদের একজন উপ-প্রকৌশলী। তার নাম ফজলার রহমান। তিনি ২০০৮ সাল থেকে রংপুর জেলা পরিষদে কর্মরত আছেন। তার স্ত্রী সুলতানা আক্তার কল্পনা রংপুর জেলার মহিলা জাতীয় পার্টির নেত্রী ও মোমিনপুরের ইউ.পি. চেয়ারম্যান । তার সাথে স্থানীয় একটি ইসলামি সংগঠনের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্থানীয় বিএনপি এবং জামায়েতে ইসলামের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উক্ত সভায় বক্তব্য দিয়েছেন। এর পাশাপাশি সংলগ্ন হরিয়ালকুঠি, মোমিনপুর, শলেয়াশাহ ইউনিয়নে পরপর কয়েকদিন মাইকিং করে পাগলাপীড়ের মোড়ে মানববন্ধনে দলে দলে অংশগ্রহনের আহবান জানানো হয়। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের পক্ষ থেকে ঘটনাটি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়। এমনকি তারা রংপুরের পুলিশ সুপারকেও ঘটনাটি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এই সব তথ্য ও অনুরোধে স্থানীয় প্রশাসন কোনই গুরুত্ব দেয়নি। দুষ্কৃতিকারীরা তাই মানববন্ধনের আড়ালে আসলে নাশকতার উদ্দেশ্যে মানুষজন জড়ো করা হয়েছিল। কারণ মানববন্ধনে মাত্র একশ থেকে দেড়শ লোক উপস্থিত ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায়, মোমিনপুর ইউনিয়ন থেকে ফজলার রহমানের নেতৃত্বে ছয়-সাত হাজার লোকের একটি মিছিল পাগলাপীরের মোড়ের দিকে আসতে থাকে। যাদের ঐ এলাকার বাইরে থেকে আনা হয়েছিল এবং ফজলার রহমানের ইটের ভাটা, পেট্রোল পাম্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনদিন ধরে এ ধরনের জমায়েতের ঘটনা প্রকাশ্যেই ঘটলেও পুলিশ বা প্রশাসন এ ব্যাপারে কেন কার্যত কোন ব্যবস্থা নিল না তা সত্যিই প্রশ্নের উদ্রেক করে। পরবর্তীতে মিছিলের সাথে হরিয়ালকুঠি, সলেয়াশাহ ইউনিয়নের মানুষও যোগ দেয়। এরপর প্রায় আট-দশ হাজার মানুষের মিছিলটি সহিংস আকার ধারণ করে। তাদের বেশিরভাগের হাতে বাঁশ, লাঠি ও ধারাল অস্ত্র প্রভৃতি ছিল। এরপর মিছিলটি টিটু রায়ের বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু প্রায় দশ হাজার মানুষকে পৃষ্ঠা- ৬

চট্টগ্রামে ঐক্য পরিষদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত ছবি: পরিষদ বার্তা

সংখ্যালঘুদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতির দিকে ঠেলে না দেয়ার জন্যে তিনি রাষ্ট্র, সরকার ও সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান।

অব্যাহত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৪ নভেম্বর বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফেসবুকে ভুয়া পোস্টিং দিয়ে দুর্বৃত্তরা একনাগাড়ে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করছে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ঘৃণা, বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তিনি এদের চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় দ্রুততম সময়ে তাদের বিচার নিষ্পত্তির দাবি জানান।

মহানগর ঐক্য পরিষদ সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার পরিমল কান্তি চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদ দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, মহানগর সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, চট্টগ্রাম জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত, মতিলাল দেওয়ানজী, দীপঙ্কর চৌধুরী কাজল, এ্যাড. হরিপদ চক্রবর্ত্তী, বাবুল দত্ত, ডা: অধরলাল চক্রবর্ত্তী, অধ্যক্ষ বিজয় লক্ষ্মী দেবী, চেয়ারম্যান অসীম কান্তি দেব, অধ্যাপক টিংকু চক্রবর্ত্তী, সুভাষ দাশ, হরিপদ চৌধুরী বাবুল, রুমা কান্তি সিংহ, সুকান্ত দত্ত, ডা: মৃদুল দে, এ্যাড. অশোক দাশ, এ্যাড. অনুপম চক্রবর্ত্তী, যামিনী কুমার দে, রতন আচার্য, সুমন দে, বিশ্বজিৎ পালিত, সাগর মিত্র, অনুপ রক্ষিত, বিকাশ মজুমদার, সুগ্রিব মজুমদার দোলন, ডা: বিধান মিত্র, বিজয় কৃষ্ণ দাশ, সুমন চাকমা, উত্তম শর্মা, শিক্ষক চঞ্চল চৌধুরী, মেরী বার্ণাডেট রায়, এ্যাড. রুবেল পাল, বিজয় কৃষ্ণ দাশ, প্রকৌশলী টি.কে সিকদার, চন্দন দত্ত, গোপন বড়ুয়া, অমল সিকদার, প্রদীপ গুহ, যীশু কৃষ্ণ রক্ষিত, সিজার বড়ুয়া, রাজু দাশ হিরো, রিমন মুহুরী, দিলীপ দত্ত, সরোজ চৌধুরী, সজীব বৈদ্য, দেবাশীষ নাহা, এ্যাড. পংকজ চৌধুরী, ডাঃ তপন দাশ, বিবেকানন্দ নাথ, সুবল দাশ, মৃদুল চৌধুরী, অরবিন্দু বড়ুয়া, প্রণবরাজ বড়ুয়া, বীণা মজুমদার, সুভাষ চৌধুরী টাংকু, অজয় মিত্র শংকু, নিউটন সরকার, মুন্না সেন, অপু বৈদ্য, প্রদীপ দাশ বাবু, কিশোর পাল, অশোক চৌধুরী লিংকন, জুয়েল মজুমদার, রতন চৌধুরী, বাপ্পী জলদাশ, আশীষ নাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী।

নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতি থেকে

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

পুলিশ এবং প্রশাসন উভয়ই বিষয়টি অবহিত থাকলেও তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। সাংবাদিকদের কাছে "কেন এ ঘটনা ঘটলো?" এমন প্রশ্নের জবাবে ডি.সি এবং এস.পি'র বক্তব্য ছিল যে, তারা প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ঘটনাটি এভাবে ঘটতে পারে তা তারা ধারণা করেননি। এটা তাদের জন্য বড় শিক্ষণীয় বিষয়। শুধু 'তাদের জন্য শিক্ষণীয়' এ কথা বলে পুলিশ বা প্রশাসন দায় এড়িয়ে যেতে পারে না।

নাগরিক সমাজ এই সকল ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায় এবং সরকারের কাছে এ সকল ঘটনা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ তুলে ধরে,

১. রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার ঠাকুরপাড়ায় সহিংস ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও মহলকে একটি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ কমিশনের মাধ্যমে তদন্তপূর্বক চিহ্নিত করে দ্রুত বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ২. এ সহিংস ঘটনা পুলিশ ও প্রশাসনের জ্ঞাতসারে ৩/৪ দিনের প্রস্তুতি নিয়ে করা হলেও পুলিশ বা প্রশাসন কেন আগাম কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিল না, সে বিষয়ে তদন্ত করে দোষী ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩. সকল ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘটনার অভিযোগ তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য একটি জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে । এ জন্য সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। ৪. রংপুরের গঙ্গাছরার ঘটনাসহ এ ধরনের সকল ঘটনায় দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। ৫. মিথ্যা অভিযোগে সাম্প্রদায়িক সহিসংতার ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। এবং এই ক্ষতিপূরণের অর্থ মিথ্যা অভিযোগকারী ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে সরকারকে আদায় করতে হবে। ৬. রংপুরের ঘটনাসহ সহিংসতার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে তা থেকে তাদের মুক্ত করে পর্যাপ্ত জান মালের সুরক্ষা দিতে হবে ।

ঐক্য পরিষদ নেতা রণজিৎ কুমার চৌধুরী'র নাগরিক শোকসভায় প্রকাশিত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশনার আবরণ উন্মোচন করছেন অতিথিবৃন্দ। ছবি: পরিষদ বার্তা

ঐক্য পরিষদ নেতা রণজিত কুমার চৌধুরীর নাগরিক শোকসভা

অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়তে আদর্শিক চেতনায় এগিয়ে আসার আহ্বান

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা রণজিত কুমার চৌধুরী'র মৃত্যুতে নাগরিক শোকসভা কমিটির উদ্যোগে গত ৩ নভেম্বর বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত নাগরিক শোকসভায় আলোচকরা বলেছেন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে আবারও দাঁড়ানোর সময় এসেছে। প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ ও ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ঊষাতন তালুকদার বলেন, সাম্প্রদায়িক অপশক্তির কাছে মুক্তিযুদ্ধের শক্তিসমূহের আত্মসমর্পণের কারণে সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। অনতিবিলম্বে এ ব্যাপারে সচেতন না হলে গণতান্ত্রিক ধারা আবারও বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, দেশ ও জাতি আবারও চক্রান্তের মুখে পড়েছে। সরকারের ভেতর সরকার অবস্থান নিয়েছে কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। বিশিষ্ট আইনজীবী এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী প্রয়াত রণজিত চৌধুরী'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ত্যাগী লোকের আজ বড় অভাব। বাংলাদেশকে সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে হলে ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

নাগরিক শোকসভা কমিটির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় আরো বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক বাসুদেব ধর, পেশাজীবি নেতা ডা: এ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম, নারীনেত্রী নূরজাহান খান, মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইদ্রিস ও অধ্যাপক সুধীর বিকাশ দেব, নাগরিক শোকসভা কমিটির সদস্য সচিব ড. জিনবোধি ভিক্ষু, সমন্বয়ক তাপস হোড়, বাংলাদেশ হিন্দু ফাউণ্ডেশনের মহাসচিব শ্যামল কুমার পালিত প্রমুখ ।

পেশাজীবি নেতা ডা: এ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম বলেন, রাষ্ট্রধর্ম বহাল রেখে বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দেশ বলা হাস্যকর। প্রয়াত রণজিত কুমার চৌধুরী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম-নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। বক্তারা আরো বলেন, তিনি ছিলেন সময়ের সাহসী সৈনিক, এদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অন্যতম অভিভাবক এবং নি:স্বার্থ নিবেদিত প্রাণ, সমাজ দরদি ও সংগঠন প্রেমী মানুষ। রণজিত চৌধুরী'র মৃত্যুতে বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে মানবাধিকার আন্দোলনের অপূরণীয় হয়েছে। নাগরিক শোকসভা কমিটি ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রয়াতের একমাত্র পুত্র উত্তম কুমার চৌধুরী'র নিকট শোকাঞ্জলি স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এ্যাড. প্রদীপ চৌধুরী।

রংপুরে হামলার শিকার সংখ্যালঘুদের পাশে পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল রংপুরের ঠাকুরপাড়ায় হামলায় সংখ্যালঘুদের বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর ও মন্দির পরিদর্শন করেন গত ১৭ নভেম্বর। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সহ-সভাপতি ও ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি ডি. এন. চ্যাটার্জী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, বিভাগীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্যামল কুমার রায়, বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অঙ্কুরজিত সাহা নব, প্রচার সম্পাদক সাগর হালদার ও দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব কুমার দে। পরিদর্শনকালে রংপুর মহানগর পূজা কমিটির নেতা এ্যাড. রথীশ চন্দ্র ভৌমিক (বাবু সোনা) ও রত্না ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। নেতৃবৃন্দ প্রত্যেক পরিবার ও বিধ্বস্ত মন্দির সংস্কারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। নেতৃবৃন্দ এ ঘটনা নিয়ে রংপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে আলোচনা করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করবেন বলে আশ্বাস দেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, ফেসবুকে ভুয়া পোষ্টিং দিয়ে যেসব দুর্বৃত্ত ধর্ম অবমাননার মিথ্যা জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক হামলা করেছে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে অনতিবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় দ্রুততম সময়ে বিচার করতে হবে।

‘অভিশপ্ত’ ও ‘পরিত্যক্ত’দের কথা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাঁটাছেড়া করে ধর্মীয় বিধান ও রাষ্ট্রধর্ম যুক্ত করে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ধারা পুনঃস্থাপিত করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে যুদ্ধাপরাধীর বিচারে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েও সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মের সাংঘর্ষিক বিধানটি বহাল রাখতে বাধ্য হয়। মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক ধারার মতই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাটিও বিপন্ন হয়ে ওঠে।

আজকের রূঢ় বাস্তবতা হল দেশের মধ্যেকার ও বাইরের স্বাধীনতা-বিরোধী চক্ররা সদা সক্রিয়, সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ বিস্তারে সদালিপ্ত। নীতিহীন দুর্বৃত্তায়িত ভোট ও ক্ষমতার রাজনীতিতে এরা হয়ে উঠেছেন ‘কৌশলী’ মিত্র। ফলে সাম্প্রদায়িকতার আপোষের চোরাবালিতে আটকে পড়ছে তথাকথিত রাজনীতি। ফলে প্রধান দলগুলি কেউ ‘আকণ্ঠ’ বা কেউ ‘আবক্ষ’ সাম্প্রদায়িকতায় প্রভাবিত হচ্ছেন।

ক্রমাগত সমগ্র সমাজ ও দেশজুড়ে বাড়ছে সাম্প্রদায়িকতার চাষাবাদ। পরিণতিতে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করছেন নীরবে। দেশে পূজামন্ডপের সংখ্যা বাড়ছে, কমছে পূজারীর সংখ্যা।মুক্তচিন্তার তরুণ-যুবাদের সাথে পুরোহিত, ভিক্ষু, বিশপ এবং ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমান ইমাম কেউই জঙ্গী খুনীদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না, হচ্ছেন হত্যার শিকার। বিচারহীনতার প্রণোদনায় এবং ‘অমানবিক শত্রু সম্পত্তির’ খড়্গাঘাতে চলছে ভুক্তভোগীদের নীরব দেশত্যাগ। পাহাড়ে দুই দশকেও পাবর্ত্যচুক্তি অবাস্তবায়িত থাকা ও তাদের অধিকারহীনতা, সমতলের আদিবাসীদের জমি বেদখলের নিত্যকার ঘটনা ও বিচারহীনতা তাদের পরিণত করেছে এক ‘অভিশপ্ত’ জনগোষ্ঠীতে। একথাও মনে করে যে রাষ্ট্র কর্তৃক তারা ‘পরিত্যক্ত’।

সাম্প্রদায়িকতার ফন্দির ফণা ঃ জমির লোভে সাম্প্রদায়িক তান্ডব তথা অর্থনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার রূপটি দেখেছে এতদিন দেশ দুনিয়ার মানুষ। সাম্প্রদায়িকতার কৃত্রিম জোয়ার তুলে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টির মাধ্যমে ভোটযুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রতিযোগিতায় রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার অনুশীলন সম্প্রতি জোরদার হয়েছে। তাতে করে ভোট লাভ ও জমি লাভ উভয় প্রাপ্তি সহজতর হয়।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তির ফেসবুকে ‘ধর্ম অবমাননার’ স্ট্যাটাস রংপুরের পাগলাপীরের ঠাকুরপাড়া এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের যে তাণ্ডব ঘটানো হল তাও নতুন নয়। ২০১২ সালে রামুতে, ২০১৩ তে সাঁথিয়ায়, ২০১৬ সনের রংপুরের ঘটনার হুবহু মিল পাওয়া গেছে।

প্রতিটি ঘটনায় পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে এগুলো ছিল সুপরিকল্পিত। সিন্ডিকেট ঘটনা ঘটায় যেখানে বিএনপি জামায়াত যৌথভাবে ঘটক হয়েছেন, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের একাংশ হয়েছেন সহযোগী। এদের নেতৃত্বে ছিলেন উলামা দলের সভাপতি এনামুল হক মাজেদী, বিএনপি নেতা শফিকুল ইসলাম, প্রকৌশলী বজলার রহমান। এদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি কেন জনমনে প্রশ্ন জেগেছে। কেন পুলিশ তিন দিন ধরে মানববন্ধন ও মাইকের উত্তেজক সাম্প্রদায়িক প্রচারের সুযোগ দিলেন এবং তাণ্ডব দমনে ব্যর্থ হলেন তার নিরপেক্ষ তদন্ত সময় ও সুবিচারের দাবি রাখে।

২০১২ সনে সংঘটিত রামুর বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠনের হোতাদের শাস্তি হয়নি, তারা প্রকাশ্যেও ঘুরে বেড়ায়। রামু ও নাসিরনগরের ধর্মের ‘অবমাননাকারী’ ছিলেন যথাক্রমে উত্তম বড়ুয়া ও রসরাজ মন্ডল। পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও উত্তম বড়ুয়ার পরিচয় মেলেনি। আর অশিক্ষিত রসরাজের ফেসবুকে কে বা কারা এটি পোস্ট করে তা প্রমাণিত হয়েছে। রংপুরের রঙ্গমঞ্চেও নামান হলো আরেক নিরক্ষর টিটু রায়কে।

নাসিরনগরের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের একবছরেও কার্যকর তদন্ত হয়নি, প্রকৃত পরিকল্পনাকারীদের গ্রেফতার করা হয়নি, তারাও ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রকাশ্যে। রংপুরের ফেসবুক স্ট্যাটাস দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত টিটু রায় ৭ বছর ধরে এনজিও-র টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়ে এলাকা ছেড়েছে, ঢাকায় রিক্সা চালিয়েছে অতঃপর গার্মেন্ট ফ্যাক্টরীতে কাজ করছেন। এই নিরক্ষর টিটুকে নিয়ে কালের কণ্ঠ পত্রিকা এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপিয়েছে। যে স্ট্যাটাস নিয়ে রংপুরে তুলকালাম কাণ্ড হল, লাশ পড়ল, পুড়ল ১০ সংখ্যালঘুর বাড়িঘর তার প্রথম খলনায়ক খুলনার মাওলানা আসাদুল্লাহ হামিদী। গত ২৮ অক্টোবর তিনি স্পর্শকাতর স্ট্যাটাসটি দেন এবং ৮৭ জন ফেসবুক ব্যবহারী তাদের ওয়ালে এর শেয়ার দিয়েছেন। যাদের একজন রংপুরের এম.ডি টিটু। আসাদুল্লাহ হামিদী কালের কণ্ঠের কাছে স্বীকারও করেছেন স্ট্যাটাস দেয়ার কথা। তিনি ফেসবুকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ইসলামী আন্দোলনের বাংলাদেশের দিঘলিয়া উপজেলার সভাপতি ও খুলনা জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক (কালের কণ্ঠ, ১২ নভেম্বর, ২০১৭)। এ ঘটনায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে একটি চক্র পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এমডি টিটুর নামে যা করা হয়েছে তাঁর সাথে টিটু রায়ের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি না তাও প্রশ্নের উর্দ্ধে নয়। সাইবার ক্রাইমের একাধিক কর্মকর্তারা ‘এখন পর্যন্ত মনে করছেন যে কার্টুন ও স্ট্যাটাসটি টিটু রায়ের বলে দাবি করা হচ্ছে তা টিটুরই- এর স্বপক্ষে সন্দেহাতীতভাবে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।’ তারা একথাও মনে করছেন টিটু রায়কে কেউ পরিকল্পিতভাবে ফাঁসিয়েছে। (সমকাল, ১৩ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রি.) একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে রামুর ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের বিচার হলে নাসিরনগরের ঘটনা ঘটতো না, নাসিরনগরের প্রকৃত অপরাধীদের বিচার হলে রংপুরের পাগলাপীরে এরূপ সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব চালাতে সাহস পেত না সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা।

পুলিশ প্রশাসন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এহেন ঘটনায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, পদক্ষেপ নেয় না- তাও দেশবাসীর অজানা নয়। রংপুরের পাগলাপীরে তিনদিনব্যাপী মানববন্ধন করতে দেয়া হলো, পুলিশ নির্বিকার থাকল। তাদের ভূমিকা ছিল রহস্যঘেরা। তথ্য প্রযুক্তির ৫৭ ধারায় এমডি টিটুর বিরুদ্ধে মামলা দেয় পুলিশ কি করে নিশ্চিত হয় যে টিটু রায় আর এমডি টিটু রায় একই ব্যক্তি। পুলিশের এই ভূমিকা প্রমাণ করে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয় তাদের কাছে ছিল গৌণ।

পুলিশের দীর্ঘসূত্রী নীরব ভূমিকার অন্তরালে প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্রধর্মের প্রবর্তক এবং জাতীয় পার্টির লোকেরা। বিএনপি-জামায়াত ‘কাফের’-এর শাস্তি দিতে সক্রিয় থাকে। আওয়ামী লীগও মুসলিম সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি। এমনকি তাদের নিম্ন পর্যায়ের কতিপয় নেতাও ধর্মভিত্তিক দলের মতই সাম্প্রদায়িক এই হামলায় সহায়কের ভূমিকা নেয়। কার্যতঃ কোন দলই আক্রান্ত সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ায়নি। পাকিস্তানের ইতিহাসে বাংলাদেশের ইতোপূর্বের ঘটনাবলীতে অসাম্প্রদায়িক শক্তি, জাতীয়তাবাদী ও বাম প্রগতিশীলদের একাংশ প্রায় ক্ষেত্রেই সক্রিয় থেকেছে বিপন্ন সংখ্যালঘুদের পাশে।

> বাংলাদেশের সংবিধানের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার অথচ তা বিত্তহীন স্বল্পবিত্তের জীবনে প্রায় অধরায় পরিণত, বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও আতঙ্কের সংস্কৃতি হয়ে উঠছে তাদের নিত্যসঙ্গী।

রংপুরের এই ধর্মান্ধতার পরিকল্পিত উত্থানের পশ্চাতে আসন্ন পৌরসভার ভোটে প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা যায়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ খেলাফত মজলিসের সাথে ৫ দফা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল, বর্তমানে হেফাজতে ইসলামের চাপের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার পাঠ্যপুস্তকে হেফাজতি পরিবর্তন এনেছে। পাকিস্তানি আমল ও বাংলাদেশ আমলে যে মূলধারার শিক্ষানীতি ছিল তা আজ ছেঁটে ফেলে সাম্প্রদায়িকতার শক্তির মন জয়ে আত্মঘাতি আত্মসমর্পনের পথ ধরেছে। অথচ ৬৪ সনে রাজনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক শক্তিরা সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন. আর ঢাকাসহ সারাদেশে সম্প্রীতির মিছিলের ঢল নেমেছিল। হিন্দু এলাকায় শান্তি সৈনিক হিসাবে মুসলিম তরুণরা পাহারা দিয়েছিল। সংবাদপত্রে অভিন্ন সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল ‘পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও।’

সর্বোপরি দাঙ্গা মোকাবেলায় বেগম রোকেয়ার বোনের ছেলে আমির হোসেন চৌধুরী নওয়াবপুরে শান্তি মিছিল করতে গিয়ে দাঙ্গাবাজের ছুরিতে প্রাণদানের ঘটনা ধারাটি কী সাম্প্রদায়িকতার মরুতে হারালো ধারা? একাজটি ছিল প্রকৃত রাজনীতিকের, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবীর যা মানবতার জাগরণ ঘটিয়েছিল।

পুলিশ প্রশাসনকে নির্বাক বা হতবাক দর্শক নয়, বিপন্ন ও আক্রান্ত মানবতার প্রকৃত ‘নিরাপত্তা’ দিতে হবে। সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনীতি ও ভোটের হাতিয়ার বানানোর পাকিস্তানি ধারাকে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া নস্যাৎ করতে এগিয়ে আসতে হবে দেশের তরুণ সমাজকে।

নাসিরনগর ঃ গত বছর নভেম্বরে নাসিরনগরে ১৫টি মন্দির ধ্বংস এবং শতাধিক হিন্দু বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুন্ঠন, হামলা, হাঙ্গামা, তান্ডবের ঘটনা ঘটে যার ক্ষত আজও শুকায়নি। সে ঘটনায় নিরক্ষর রসরাজকে খলনায়ক বানানো হয়েছিল। গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থার তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কোন্দলের বলি হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সেদিনের ঘটনায় ৮টি মামলা হলেও কোনটির অভিযোগপত্র দেয়া হয়নি। দেখা গেল বিএনপির এক নেতাকে এ ঘটনার জন্য ফাঁসাতে গিয়ে মূল মামলা থমকে গেছে। প্রকৃত অপরাধীরা অনেকেই প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। ক্ষতিগ্রস্তদের সুবিচারের আশা নিরাশায় পরিণত হতে চলেছে। রহস্যজনক কারণে ভুয়া ফেসবুক স্ট্যাটাসের কথিত ধর্ম অবমাননার প্রতিবাদ সমাবেশ সরকারি অনুমতিতে সরকারি প্রশাসনের (ইউএনও এবং ওসির) উপস্থিতিতে এবং তাদের প্রদত্ত বক্তৃতার পরে দূরবর্তী স্থান থেকে আমদানী করা লোকজন উত্তেজিত হয়ে মিছিল যোগে সুসজ্জিতভাবে হামলা ও তাণ্ডব চালায় মন্দিরসমূহে এবং হিন্দুদের জনবসতিতে যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের লক্ষণযুক্ত।

রামু-উখিয়া-পটিয়া ঃ একই কায়দায় অনুরূপ পরিকল্পিত তাণ্ডব-মহাতাণ্ডব ঘটেছিল রামু, উখিয়া ও পটিয়ায় ২০১২ সালে। সেখানেও খলনায়ক বানানো হয় উত্তম বড়ুয়াকে। সে কোথায় আছে, আদৌ তাঁর অস্তিত্ব আছে কিনা তা কেউ জানে না। উত্তমের নামে ভূয়া ফেসবুক স্যাটাস দিয়ে পরিকল্পিতভাবে ৪ শত বছরের রামুর ১২টি বৌদ্ধ মন্দির এবং উখিয়া-পটিয়ার বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ লুণ্ঠনের মহাপরিকল্পনা কার্যকর করতে লরি, সাইকেল-ভ্যান, হিউম্যান হলার যোগে হাজার হাজার কিশোর-যুবদের মন্দির ভাঙ্গা, লুটপাটে নামানোর কাজে স্থানীয় বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের সাথে আওয়ামী লীগের একাংশ নেতা-কর্মীদের হাত মিলিয়েছিল অথচ পরবর্তীতে আওয়ামী নেতা-কর্মীদের মামলার চার্জশীট থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। মামলার শুনানীতে সাক্ষী মেলে না।

রামুর বিচারহীনতার লাল ফিতায় আটকে থাকা অচলাবস্থার মধ্যে একমাত্র শুভ উদ্যোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জরুরী হস্তক্ষেপে ভাঙ্গা মন্দির, বিধ্বস্ত বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ হয়েছে দ্রুততার সাথে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়সহ সচেতন বিবেকবান মানুষের ‘ভাঙ্গামন এতে জোড়া লাগবে কি?

গোবিন্দগঞ্জ ঃ নাসিরনগরের তাণ্ডবের পর গোবিন্দগঞ্জে দেড় হাজার সাঁওতাল ও পাঁচশত গরীব বাঙালি কৃষক পাক-আমলে তাদের পৈত্রিক অধিগ্রহণ করা অচল চিনিকলের জমি থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে গুলিবর্ষণ করে ৩ জন সাঁওতালকে হত্যা, ৩২ জন সাঁওতাল আহত ও পঙ্গু করার ঘটনার খলনায়ক হয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদ এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যান বুলবুল সাহেব, তাদের সহযোগী হলেন ইউএনও ও স্থানীয় ওসি। তাদের পরিচালনায় চলে বেআইনি গুলিবর্ষণ ও বেআইনি উচ্ছেদ অভিযান। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুঃখজনকভাবে আরেকটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দেশবাসী প্রত্যক্ষ করলেন। ৩ জন পুলিশ স্বহস্তে সাঁওতাল বাড়িঘরে আগুন লাগালেন, দেখলেন দেশ-দুনিয়ার মানুষ। অভিযুক্ত পুলিশদের কোন বিচার হয়নি। তাদের আইনের আওতায় আনা হয়নি। তথাকথিত জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন পুলিশকর্তা যারা পরিচালনা করে এহেন মধ্যযুগীয় বেআইনি হত্যাকাণ্ড, উচ্ছেদ ও ধ্বংসলীলা তাদের বিচার হয়নি। বিচারবিভাগ উদ্যোগী হয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ও ক্ষতিপূরণের যে চেষ্টাটি করে তা থমকে গেছে।

লংগদুর তাণ্ডব ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি আদিবাসীদেরকে খুন করা, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, তাদের সম্পত্তি লুঠপাট করার জন্য দুর্বৃত্তরা সব সময় একটা অজুহাতের অপেক্ষায় থাকে। এমনকি বিনা অজুহাতেও পাহাড়িদের আক্রমণ করা, লুঠপাট করা এবং হত্যা করার অসংখ্য নজির বাংলাদেশ আমলে ঘটতে আমরা দেখছি যা দূর্ভাগ্যজনক।

গত ২ জুন একই ঘটনা ঘটেছে রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার তিনটিলা এলাকায়। ১ জুন নুরল ইসলাম নয়ন নামে লংগদু নিবাসী ভাড়ায়চালিত মোটর সাইকেল ড্রাইভারের লাশ পাওয়া যায়। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানা না গেলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহস্রাধিক বাঙালির একটা মিছিল থেকে ২ জুন রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় তিনটিলা এলাকার আদিবাসীদের গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যার তাণ্ডবলীলা চালায়। এ হামলা ও অগ্নিসংযোগে আদিবাসীদের ২০০ ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে, শত শত নারী, পুরুষ ও শিশু পালিয়ে গিয়ে কোনোরকমে প্রাণে রক্ষা পেলেও ৭০ বছরের বৃদ্ধা গুণবালা চাকমা হত্যার শিকার হন। এরই মধ্যে প্রশাসন লংগদুতে ১৪৪ ধারা জারি করে।

প্রাণভয়ে পলায়নরত আদিবাসী মানুষের তীব্র আর্তনাদ এবং করুণ আহাজারি তাই আমাদের কানে-মনে পৌঁছায় না। আদিবাসীদের জীবন দিন দিন আরও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে। লংগদুর ঘটনা তারই নজির।

আজ থেকে ঠিক ২৮ বছর আগে ১৯৮৯ সালের ৪ মে রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার ছয়টি গ্রামে এক বিরাট হত্যাযজ্ঞ ঘটেছিল, যা নৃশংসতার বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম। শত শত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। লুটপাট করা হয়েছিল আদিবাসী বসতি। গুলি করে পশুপাখির মতো খুন করা হয়েছিল আদিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা।

‘অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল’-এর তৎকালীন রিপোর্ট অনুযায়ী সেদিন ৩৬ জন নারী-পুরুষকে হত্যা করা হয়।

কী পাহাড় কী সমতল আদিবাসীদের অবস্থা প্রায় একই রকম। কেননা স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি, বাঙালির মেজরিটারিয়ান মানসিকতা এবং প্রশাসনের বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সে কারণেই ফি-বছর আদিবাসী হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমবর্ধমান।

রাষ্ট্রের সত্যিকার গণতন্ত্রায়ণের জন্য সবার সুযোগ এবং অধিকারের সাম্যতা অধিকতর জরুরী। জরুরী প্রয়োজন বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসান। রাষ্ট্র কি ভুক্তভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মন থেকে ভীতির সংস্কৃতি মুছে দিতে পারে না? বাংলাদেশ রাষ্ট্র ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুর প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ কি বন্ধ করতে পারে না?

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক এই অভিধায় চিহ্নিত হতে হলে আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সাংবিধানিক ও আইনী রক্ষাকবচ, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মন্ত্রণালয়, সংখ্যালঘু মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভুক্তভোগীদের আস্থা অর্জনের সূচনা ঘটাতে পারে-এ অভিমত সচেতন জনগণের। এই পথে হাঁটবে কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রাষ্ট্রটি ?

রংপুরে ঠাকুরপাড়ায় হিন্দু বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন নিয়ে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

তথ্যানুসন্ধান পরিচালনায় এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা), নিজেরা করি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।

ভূমিকা ঃ

ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি ঘরে হামলার চলমান ধারাবাহিকতার সর্বশেষ নজির রংপুর জেলার গংগাছড়া ও সদর উপজেলার ঠাকুরপাড়া। অতীতের মতো এখানেও হিন্দু সম্প্রদায়ের তথাকথিত একজন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম অবমাননা করছে এই অজুহাতে ঠাকুরপাড়ার গ্রামের প্রায় ১৫ টি বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে। দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রায় সব দৈনিক পত্রিকা এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে এ সংবাদ পরিবেশিত হবার পর এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), নিজেরা করি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এই পাঁচটি জাতীয় পর্যায়ের অধিকার ভিত্তিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এ অনুসন্ধান সফর পরিচালনা করা হয়। এএলআরডি'র পক্ষে অ্যাড. রফিক আহমেদ সিরাজী ও অ্যাড. এ কে এম বুলবুল আহমেদ, ব্লাস্টের পক্ষে মো: মাহবুব আলম, বেলা'র পক্ষে মো: রকিবুল ইসলাম, নিজের করি'র পক্ষে সনাতন উল্লাস এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পক্ষে ধনঞ্জয় চাকমা এতে অংশ নেন। ব্লাস্টের রংপুর শাখার কো-অর্ডিনেটর অ্যাড. শারমিন এবং প্যারালিগ্যাল সজীব হাসান খান এ অনুসন্ধানে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন।

তথ্যানুসন্ধানের সময়কাল:১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৭।

তথ্যানুসন্ধানের স্থান:রংপুর জেলার গঙ্গাছড়া ও সদর উপজেলার অন্তর্গত ঠাকুরপাড়ার হিন্দু পল্লী এবং রংপুর প্রেস ক্লাব।

সংবাদ সূত্র:১১ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত প্রায় সকল জাতীয় দৈনিক ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ।

ঘটনা (Fact)-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

রংপুর শহর থেকে প্রায় ১৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত গঙ্গাছড়া উপজেলার ঠাকুরপাড়ার অধিবাসী টিটু রায়ের ফেসবুক একাউন্ট থেকে ইসলাম ধর্ম অবমাননা করে কথিত স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে ১০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ শুক্রবার জুমা'র নামাজের পর সহিংস আক্রমণ করে প্রায় ১৫ টি বাড়িতে ভাংচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং প্রায় ২০টি বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি চালালে চা দোকানদার আলমগীর হোসেন ঘটনাস্থলে নিহত হন।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, গত ৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় মুদি ব্যবসায়ী রাজু মিঞা বাদী হয়ে আইসিটি অ্যাক্টে'র অধীনে টিটু রায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে গঙ্গাচড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। এরপর তারা টিটু রায়ের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার জু'মার নামাজের পর পাগলাপীর মোড়ে রংপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের পাশে একটি মানববন্ধন এর কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই মানববন্ধনের উদ্যোক্তা ছিলেন শলেয়াশাহ বাজারের ইমাম সিরাজুল হক। তিনি স্থানীয় মসজিদে মাইকে এর ঘোষণা দিয়ে লোকজনকে উপস্থিত হতে আহবান জানিয়েছিলেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৭ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে মোমিনপুরে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন রংপুর জেলা পরিষদের একজন উপ-প্রকৌশলী। তার নাম ফজলার রহমান। তিনি ২০০৮ সাল থেকে রংপুর জেলা পরিষদে কর্মরত আছেন। তার স্ত্রী সুলতানা আক্তার কল্পনা রংপুর জেলার মহিলা জাতীয় পার্টির নেত্রী ও মোমিনপুরের ইউ.পি. চেয়ারম্যান । তার সাথে স্থানীয় একটি ইসলামি সংগঠনের নেতারও উপস্থিত ছিল। এছাড়াও স্থানীয় বিএনপি এবং জামায়াত ইসলামের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উক্ত সভায় বক্তব্য দিয়েছেন। এর পাশাপাশি সংলগ্ন হরিয়ালকুঠি, মোমিনপুর, শলেয়াশাহ ইউনিয়নে পরপর কয়েকদিন মাইকিং করে পাগলাপীড়ের মোড়ে মানববন্ধনে দলে দলে অংশগ্রহনের আহবান জানানো হয়।

স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের পক্ষ থেকে ঘটনাটি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়। এমনকি তারা রংপুরের পুলিশ সুপারকেও ঘটনাটি জানান। সে প্রেক্ষিতে সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভুক্তভোগীরা বলেন, এ ঘটনা জানানোর পরও প্রশাসন ঘটনাটি তেমন গুরুত্ব সহকারে নেয়নি। তাদের ধারণা ছিল কোন ঘটনা ঘটলে পাগলাপীড়ের মোড়ে ঘটতে পারে। তাই ঘটনার দিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং সদর থানার ওসি ঐ মসজিদে নামাজ পড়ছেন যেন ঘটনাটি বেশিদূর না গড়ায়।

কিন্তু এই মানববন্ধনের আড়ালে আসলে নাশকতার উদ্দেশ্যে মানুষজন জড়ো করা হচ্ছিল। কারণ মানববন্ধনে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ লোক উপস্থিত ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায়, মোমিনপুর ইউনিয়ন থেকে জনাব ফজলার রহমানের নেতৃত্বে পাঁচ-ছয় হাজার লোকের একটি মিছিল পাগলাপীড়ের মোড়ের দিকে আসতে থাকে। পরবর্তীতে এদের সাথে হরিয়ালকুঠি, সলেয়াশাহ ইউনিয়নের মানুষও যোগ দেয়। এবং প্রায় আট-দশ হাজার মানুষের মিছিলটি সহিংস আকার ধারণ করে। তাদের বেশিরভাগের হাতে বাঁশ, লাঠি ও ধারাল অস্ত্র প্রভৃতি ছিল। এবং মিছিলটি সামনে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে ফজলার রহমান ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এরপর মিছিলটি কথিত টিটু রায়ের বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এখানে পুলিশ সলেয়াশাহ বাজার, ঠাকুরবাড়ি ও শিব মণ্ডপ এলাকা এই তিন ভাগে ছিল। কিন্তু প্রায় দশ হাজার মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে পরিমাণ প্রস্তুতি থাকা দরকার ছিল তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের ছিল না। এক পর্যায়ে মিছিল থেকে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে ইট পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং পুলিশ কোনঠাসা হয়ে পড়ে। পরে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে ও পরে রাবার বুলেট ছোঁড়ে তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে শর্টগানের গুলি ছোঁড়ে। এতে আলমগীর হোসেন (২৮) নিহত হয়। এরপর মিছিলটি থেকে হাইওয়ে রাস্তার দু'পাশে হিন্দু বাড়িতে নির্বিচারে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। যারাই বাড়ি পোড়ানোতে বাধা দিতে গেছেন, তাদেরকে বেধরক লাঠিপেটা করা হয়। এছাড়া তারা টিটু রায়ের বাড়িতেও আক্রমণ করে। তারা টিটু'র বৃদ্ধা মায়ের ঘর, ভাইয়ের বাড়ি ভাংচুর করে ও আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু টিটুর বাড়ি না চেনার কারণে তা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এ থেকেই আন্দাজ করা যায় যে, যে সকল লোক এ কাজ করেছে তারা ঐ এলাকার লোকজন নয়, তাদের বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এরপর ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ এলে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়।

এলাকা পরিচিতি ঃ

আক্রান্ত ঠাকুরপাড়া, রংপুর শহর থেকে প্রায় ১৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এ স্থানটি হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত,ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের দু'পাশে এর অবস্থান। মহাসড়কের এক পাশের (দক্ষিণ) অংশ রয়েছে রংপুর সদর উপজেলার মধ্যে এবং রাস্তার উত্তর পাশের অংশ রয়েছে গঙ্গাছড়া উপজেলার মধ্যে। সদর উপজেলার অন্তর্গত অংশটি ২নং হরিদেবপুর ইউনিয়নের মধ্যে পড়েছে, অপর অংশটি গঙ্গাছড়া উপজেলার ৫ নং খলেয়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। ঠাকুরপাড়ায় প্রায় ৭০ টি পরিবার (খানা) রয়েছে, যার মধ্যে সদর উপজেলার অংশে ২৯ টি পরিবার বাস করে, বাকী ৪১ টি পরিবার গঙ্গাচড়া উপজেলার অংশে বাস করে। ঠাকুরপাড়ার আক্রান্ত পরিবারগুলো কৃষি ও শ্রমনির্ভর এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল। ঠাকুরপাড়ার যে অংশটি সদর উপজেলায় পড়েছে সেখানেই ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা বেশী ঘটেছে। আর অন্য পাশে রয়েছে তথাকথিত অভিযুক্ত টিটুর বাড়ি, সেখানেও হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে গঙ্গাছড়া উপজেলার অংশে মহাসড়কের পাশে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। যেহেতু কিছু অংশ সদর থানার অন্তর্গত তাই সদর থানার পুলিশ টহলও সেখানে অব্যাহত আছে।

রংপুর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা ঃ

গত ১৫ নভেম্বর প্রতিনিধিদল রংপুর প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানে আলোচনা করেছে। সাংবাদিকরা জানান, রংপুর সব সময়ই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শহর। কিন্তু এবারের ঘটনা আমাদেরকেও হতবাক করেছে। তারা নাম না প্রকাশ করে বলেন, এ ঘটনায় কয়েকটি রাজনৈতিক দল জড়িত। এ ছাড়া রংপুর জেলা পরিষদের উপ-প্রকৌশলী ফজলার রহমান বিষয়টি বেশ ভালভাবেই উস্কে দিয়েছে। তার সাথে একটি ইসলামি দলও এ ঘটনাকে উস্কে দিতে সহযোগিতা করেছে। জানা যায় ফজলার রহমান বেশ প্রভাবশালী লোক। চাকুরির ক্ষেত্রে একাধিকবার তার বদলী হলেও তিনি স্বপদে বহাল আছেন। তার স্ত্রী ইউ.পি চেয়ারম্যান এবং জাতীয় পার্টির নেত্রী। সে ক্ষমতাও তিনি ব্যবহার করেন। তারা বলেন, নিহত আলমগীর হোসেন কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী নয়। তিনি স্থানীয় একটি চা-এর দোকানে কাজ করেন। পুলিশ তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে মেরেছে। তারা বলেন, ঘটনা ঘটার বেশ কয়েকদিন আগেই পুলিশ ও প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়। কিন্তু তারা সে অর্থে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। এক্ষেত্রে গোয়েন্দা তৎপরতা ব্যর্থ হয়েছে। মানববন্ধনের আড়ালে যে এত কিছু হয়েছে তা গোয়েন্দারা কেন ধরতে পারল না। এছাড়া যে টিটুর কথা বলা হচ্ছে সে গত ৫-৬ বছর আগে এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। এলাকায়ও তার খুব একটা সুনাম নেই। তবে এটা ঠিক তারও আইনের আশ্রয় পাবার অধিকার আছে। পুলিশ এখনও আমাদের এ বিষয়ে কোন তথ্য দেয়নি। আমরা ডি.সি ও এস.পি কে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন এমন ঘটনা ঘটল? তারা জানান, তারা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, কিন্তু ঘটনা যে এই পর্যায়ে যেতে পারে তা তারা আন্দাজ করতে পারেননি। এটা তাদের জন্য একটা লার্নিং। তারা জানায়, এখনি এ বিষয়ে সুষ্ঠ তদন্ত হওয়া দরকার না হয় অথবা অন্য খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হয় তবে এ ঘটনা রংপুরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আবার ঘটবে। কারণ এখন পর্যন্ত এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার না হওয়ায় তা বারবার ঘটছে।

ভুক্তভোগীদের সাক্ষাৎকার ঃ

সুধীর চন্দ্র রায় (৫০), (হরকলি ঠাকুরপাড়া, ওয়ার্ড-৫, ২ নং হরিদেবপুর ইউনিয়ন, রংপুর সদর উপজেলা) বলেন, এ আমরা কোন দেশে বসবাস করছি? সবসময় শুনে এসেছি, ইসলাম শান্তির ধর্ম। সেই শান্তির ধর্মের নামে আমাদের সর্বস্বান্ত হতে হলো কেন? তিনি বলেন, ঘটনার তিন চার দিন আগে থেকেই এলাকায় মাইকিং করে বলা হয়েছে টিটু নাকি ফেসবুকে ইসলামের নামে কি লিখেছে। আমরা মুর্খ মানুষ কি লিখছে তাও জানি না আর ফেসবুকতো কখনও দেখিই নাই। তখন থেকেই ভয় হচ্ছিল খারাপ কিছু হয় কিনা? ঘটনার দিন এখানে পুলিশ ছিল তবে সংখ্যায় কম। শুনেছি পুলিশ তিন ভাগে ভাগ হয়ে এখানে ছিল। শুক্রবার বিকাল ৩.০০টার দিকে হবে হঠাৎ বড় রাস্তার দিক থেকে গোলযোগের আওয়াজ আসতে থাকে। আমি পাশের ক্ষেতে কাজ করছিলাম। আওয়াজ শুনে দৌড়ে বাড়ির দিকে চলে আসি। এসে দেখি আট-দশ হাজার মানুষ সবার হাতে লাঠি-বাঁশ নিয়ে তারা টিটু'র বাড়ির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে। এইসব লোক কিন্তু পুলিশ তাদের যেতে দিচ্ছে না। পুলিশের সাথে তাদের ঢিলা-ঢিলি শুরু হইছে। এরপর পুলিশ টিয়ার সেল ছুড়ছে। এতে কিছু লোক রাস্তার ঐ দিক না গিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসতে থাকে। এবং কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়ি ঘর ভাঙ্গতে থাকে। বাড়ির ভিতরে ঢুকে লুটপাট শেষে আগুন ধরাতে থাকে। বাড়ির সামনে স্তুপ করে রাখা সদ্য কাটা ধানেও তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা কয়েকজন বাঁধা দিতে গেলে এবং আগুন নিভানোর চেষ্টা করায় আমাদের ডাঙ্গ মারে (লাঠি দিয়ে আঘাত করে)। তারা সুধীরচন্দ্র রায়, রতনচন্দ্র রায়, অমূল্য রায়, ক্ষিদির রায়, বিধান রায়, দ্বীনেশ রায়, কুলীণ রায়, সেতু রায়, কৌশুল্যা রায়, বিপুল রায় এর বাড়ি ভাংচুর করে ও আগুন দেয়। এছাড়া একটি শিব মন্দির ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। যাওয়ার সময় তারা ৩৬টা গরু নিয়ে যায় পরে অবশ্য ৩০টা ফেরত পেয়েছি। এরা মোমিনপুর, তারাগঞ্জ ও হরিয়ালকুঠি এলাকা থেকে এসেছে বলে শুনেছি। ঘটনা ঘটার আগে আমাদের মেয়েদেরকে আমরা পাশের গ্রামের বিভিন্ন হিন্দু বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। না হলে আরো খারাপ ঘটনা ঘটত। আমরা এ দেশের নাগরিক, আমাদের হিন্দুদের সাথে কেন এ ঘটনা বারবার ঘটে। টিটু যদি কিছু করে থাকে তবে ওকে জেল-ফাঁস যা হয় দেন। আমরা কি দোষ করেছি? পুলিশ এখানে চেষ্টা করছে ঠেকানোর জন্য। কিন্তু তারা ঠেকাতে পারেনি। আক্রমণকারীরা তিন-চার দিন আগে থেকে এ কাজের প্রস্তুতি নিয়েছে, কিন্তু গোয়েন্দারা কিছুই টের পেলো না, গোয়েন্দারা তাহলে কি করল? ঘটনার পর সরকার যে ব্যবস্থা করেছে তাতে আমরা খুশি। কিন্তু মন থেকে ভয় তো যায় না, আবার কখন হামলা হয়। আমরা নিরাপত্তা চাই, নাহলে আমার পরের প্রজন্ম কিভাবে থাকবে?

জিতেন বালা (৭০),(টিটুর মা) বলেন, বাবা আমার বয়েস হইছে, এখন আর দাড়িয়ে থেকে বেশীক্ষণ কোন কাজ করতে পারিনা। টিটু রায় ও বিপুল রায় আমার দুই ছেলে। ওদের বাবা খগেন্দ্র রায়ের চা-মিষ্টির দোকান ছিল। টিটু ও বিপুল গ্রামের ব্রাকের স্কুলে ক্লাস ৩ পর্যন্ত পড়াশুনো করেছে। এরপর পয়সার অভাবে ওরা পড়াশুনা করেনি। পরে টিটু গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছে। এলাকার মানুষজনের কাছ থেকে সে বেশ কিছু টাকা ধার করে এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। পরে বিপুল রায় জমি বিক্রি করে সে টাকা শোধ করেছে। যাওয়ার আগে টিটু তার দুই মেয়েকে আমার কাছে রেখে যায়। তারা এখানে স্কুলে পড়াশুনা করত। বড় মেয়ের নাম সুচিত্রা ও ছোটটি শিউলি। বড় মেয়ে স্থানীয় এক মুসলিম ছেলের সাথে চলে গিয়েছিল। পড়ে তাকে এনে এক হিন্দু ঘরে বিয়ে দিয়েছি। আর ছোটটাও আর এক মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করে ঘর করছে। গত ৬ বছর যাবৎ টিটুর সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নাই। তার মোবাইল নম্বরও জানিনা। শুনেছি সে নারায়ণগঞ্জে একটি গার্মেন্টেস-এ কাজ করে।

ঘটনার ৩/৪দিন আগে শুনতে পাই টিটু নাকি ফেসবুকে কি লিখেছে তা নিয়ে নাকি কি মিছিল মিটিং হবে। ফেসবুক কি আমি তা জানিও না, বুঝিও না। এছাড়াও এলাকায় মাইকিং করে লোক জড়ো হতে বলেছে। আমরা অনেক ভয়ে ছিলাম। ঘটনার দিন হাজার হাজার লোক আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে আসে। পুলিশ ছিল, কিন্তু অনেক কম। তারা চেষ্টা করছে কিন্তু কিছু লোক এসে আমার বাড়ি ঘর ভাংচুর করে, আগুন দেয়। যা ছিল সব লুট করে নিয়ে যায়। পাশেই আমার ছোট ছেলের ঘর, ঐটাও ভাংচুর করে এবং আগুন দেয়। পৃষ্ঠা ২

সারাদেশে ঐক্য পরিষদের সমাবেশ, বিক্ষোভ

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

হিসেবে সিরাজগঞ্জে মানববন্ধন পালন করেছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও পুজা উদযাপন পরিষদ।

বিকেলে মুজিব সড়কে কেন্দ্রীয় মন্দির শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর আখড়ার সামনে জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহবায়ক এ্যাড. সুকুমার চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও পুজা উদযাপন পরিষদের সাবেক উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. বিমল কুমার দাস, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত পৌর মেয়র সেলিম আহমেদ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার গাজী সোহরাব আলী সিএনসি, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সন্তোষ কুমার কানু, সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সাহা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাডঃ ইন্দ্রজিত সাহা, জেলা পুজা পরিষদের সহ সভাপতি রঞ্জন মন্ডল তপা, আইন বিষয়ক সম্পাদক উত্তম রায়, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সদস্য সচিব রোটারিয়ান নরেশ চন্দ্র ভৌমিক, কালীবাড়ি গোবিন্দবাড়ি মন্দিরের সভাপতি জীবন বিশ্বাস প্রমুখ।

সভায় বক্তারা অবিলম্বে ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি জানান। সভায় বাংলাদেশ ছাত্র যুবক ঐক্য পরিষদ সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা সহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহন করেন।

পটুয়াখালী

উত্তম কুমার দাস, পটুয়াখালী থেকে ॥

রংপুরে ঠাকুরপাড়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরসহ বসতবাড়িতে হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে পটুয়াখালীতে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত।

পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন ও সমাবেশে উক্ত ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে জড়িত দুষ্কৃতিকারীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি ও সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অতুল চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার দাস, সভাপতিমন্ডলির সদস্য তপন কুমার কর্মকার, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারন সম্পাদক এ্যাডভোকেট কাজল বরণ দাস, এ্যাড. বিভা রানী দাস, পৌর শাখা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন কর্মকার প্রমুখ। সভায় বক্তারা সংখ্যালঘু সুরক্ষায় পৃথক মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদে সংখালঘুদের প্রতিনিধিত্বের জন্য সংরক্ষিত আসনের দাবি করেন।

নড়াইল

॥ নড়াইল প্রতিনিধি ॥

অতিসম্প্রতি রংপুরে ফেসবুকের স্ট্যাটাস দেখেই কওয়া নেই বলা নেই অমনি যেয়েই হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি ভাংচুর, লুটপাট, হত্যা, ওদিকে পুলিশ থাকছে নিরবে, এদেশে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনারই অদ্যাবধি আইনী প্রতিকার দেখছি না। তার মানে কি আমরা এদেশের নাগরিক নই? আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই ধর্ম যদি যার যার হয় এবং রাষ্ট্র যদি সবার হয় তাহলে আমাদের অবস্থান কোথায়? মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে তাহলে কি আমরা পড়ে পড়ে এভাবে মার খেয়েই যাবো ?

১৭ নভেম্বর সকালে নড়াইল চৌরাস্তায় রংপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে ভাংচুর, লুটপাট, হত্যা ও অগ্নিসংযোগসহ সারা দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ ও ন্যায় বিচারের দাবিতে নড়াইলে ডাকা মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা এসব কথা বলেছেন।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা শাখার আয়োজনে মানববন্ধনে সভপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নড়াইল জেলা শাখার সভাপতি অশোক কুণ্ডু। মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুবাস চন্দ্র বোস, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মো: সোহরাব হোসেন বিশ্বাস, সাবেক নড়াইল সদর উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ হুমায়ূন কবীর, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি মলয় কান্তি নন্দী, জেলা পরিষদের সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা সাইফুর রহমান হিলু, এ্যাড. সঞ্জিত কুমার বসু, বিজয় সরকার ফাউন্ডেশনের যুগ্ম সদস্য সচিব ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আকরাম শাহীদ চুন্নু, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট জেলা শাখার সভাপতি মলয় কুমার কুণ্ডু, জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমল আঁখি বিশ্বাস, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আশিষ বিশ্বাস, অমিত রাজা সাহা, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবুল কুমার সাহা, মিঠুন কুন্ডু, গৌর গাইন প্রমূখ।

সিরাজগঞ্জে মানব বন্ধন ছবি: পরিষদ বার্তা

পটুয়াখালীতে মানব বন্ধন ছবি: পরিষদ বার্তা

নড়াইলে মানব বন্ধন ছবি: পরিষদ বার্তা

‘ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে’

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে পরিমাণ প্রস্তুতি থাকা দরকার ছিল তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের ছিল না। এক পর্যায়ে মিছিল থেকে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে ইট পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং পুলিশ কোনঠাসা হয়ে পড়ে। পরে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে ও পরে রাবার বুলেট ছোঁড়ে তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে শর্টগানের গুলি ছোঁড়ে। এতে আলমগীর হোসেন (২৮) নিহত হয়। এরপর মিছিলটি থেকে হাইওয়ে রাস্তার দু’পাশে হিন্দু বাড়িতে নির্বিচারে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। যারাই বাড়ি পোড়ানোতে বাধা দিতে গেছেন, তাদেরকে বেধক লাঠিপেটা করা হয়। এছাড়া তারা টিটু রায়ের বাড়িতেও আক্রমণ করে। তারা টিটু’র বৃদ্ধা মায়ের ঘর, ভাইয়ের বাড়ি ভাংচুর করে ও আগুন ধরিয়ে দেয়। এভাবে ফেসবুকে মিথ্যা স্ট্যাটাস দেয়ার কথা বলে সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘরে হামলার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে পাবনার সাঁথিয়া (২০১৩ সাল), কক্সবাজারের রামু (২০১২ সাল), ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার নাসিরনগর (২০১৬ সাল) সব ক্ষেত্রে একই ধরণের গল্প তৈরীর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো কিছু ব্যতিক্রমধর্মী প্রগতিশীল দল বাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহনে এই হামলা চালানো হয়। এবং শেষ পর্যন্ত যার নামে ফেসবুকে কথিত স্ট্যাটাস দেয়ার কথা বলা হয় পুলিশ তাকেই গ্রেফতার করে এবং কিন্তু এখন কোন ঘটনার তদন্ত শেষ হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, রংপুরের ঘটনায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ঘটনার পর পুলিশ প্রথমে জানিয়েছিল টিটু রায়ের ফেসবুক আই.ডি. তার নয়। অন্য কেউ এ আই.ডি ব্যবহার করে ঘটনাটি ঘটিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কোন আইনজীবীর সাথে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ৪ দিনের রিমান্ডে নেয় যা সরাসরি সংবিধান এবং সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের পরিপন্থী। অত:পর ১৯ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ টিটুর পক্ষে ৭/৮ জন আইনজীবীরা আদালতে অপেক্ষা করলেও তাদের পাশ কাটিয়ে কোন রকম আইনী সাহায্য পাওয়া ব্যতিরেকে তাকে পুনরায় ৪ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। এবং এরপরই আমরা জানতে পারি টিটু রায় তার দোষ স্বীকার করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। পুলিশের রিমান্ড নিয়ে আমাদের মধ্যে এক ধরণের সন্দেহ সব সময়ই ছিল। আমাদের সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হচ্ছে, এখানে নতুন আর একটি ‘জজ মিঞা’ নাটক তৈরী হয়েছে কিনা। কারণ আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এ ধরনের ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগ, তারা নিরপরাধী হয়েও বছরের পর বছর জেল খেটেছে কিংবা নিখোঁজ হয়েছেন। নাসিরনগরের রসরাজ এবং রামু’র উত্তম বড়ুয়ার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ঘটনার পর এখন পর্যন্ত ১৬৫ জন পুরুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট প্রস্তুতকালীন পর্যন্ত তাদের কাউকেই রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এ ঘটনার সাথে কারা জড়িত, কারা মদদ দিয়েছে, কারা ঘটনাটির পরিকল্পনা করেছিল তা জানা যেত বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা প্রতিবারই দেখছি এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার পর এক দল আর এক দলকে দোষারোপ করার রাজনীতি শুরু করে। আর এ ফাঁক গলিয়ে প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। রংপুরের ঘটনা পর্যবেক্ষণে এ কথা বলা যায়, এই পরিকল্পিত ঘটনাটির জন্য পুলিশের

পৃষ্ঠা- ৩

মিয়ানমার দূতাবাসে প্রদত্ত স্মারকলিপির পূর্ণ বিবরণ

His Excellency
My Myint Thann
Ambassador
Republic of the Union of Myanmar
Baridhara, Dhaka
Bangladesh.

Memorandum

Your Excellency,

We, on behalf of the religious and ethnic minorities of Bangladesh, convey our heartiest thanks and felicitations to your good self for your kind endeavor to promote the relationship of the Peoples' Republic of Bangladesh and Republic of the Union of Myanmar.

At the present relevant context, with a very heavy heart, we, are expressing our deepest sorrow and sympathy for the religious and ethnic minorities of Myanmar i.e. the Rohingya population of the Rakhine State of Myanmar who have been forcibly expelled for the last several years even in the recent past from their homeland. As we have had a bitter experience at the time of Liberation War of Bangladesh in 1971 as 'Refugee' in neighborly India as well as in your country for the long 9 (nine) months' time due to the atrocities which come under the purview of 'International Crime' committed by the occupation army of Pakistan along with their aides for which we deeply feel the sufferings of the unarmed, civilian Rohingya population, numbering about 1 million, including Hindus and Muslims who have been compelled to take shelter in our motherland.

In the last UN session, our Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina placed 5 points for solving the Rohingya issue. We feel, the continuance of this prevailing situation for a long time may cause instability and insecurity in the region and beyond that may encourage the violent extremist groups not only of Bangladesh but also the countries of South Asia and South East Asia.

Through submission of this Memorandum on behalf of the religious and ethnic minorities of Bangladesh, numbering about two and a half crore, before your goodself, it is our fervent appeal to the Government of the Republic of the Union of Myanmar to take back the Rohingyas sheltered in Bangladesh and ensure their safe rehabilitation and also to take necessary steps for developing the bilateral relationship between these two countries on the basis of 5 points which includes the materialization of Kafi Anan's Report as raised by the Hon'ble Prime Minister before the last session of the General Assembly of the United Nations.

Hope, you will convey this message to the Hon'ble President Mr. Htin Kyaw and State Counselor, Nobel Laureate Aung San Suu Kyi of the Republic of the Union of Myanmar and oblige thereby.

With best regards,
Yours Sincerely

Rana Dasgupta, General Secretary, Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council and Co-ordinator National Co-ordinating Committee of Religious and Ethnic Minority Organizations of Bangladesh, Major General(Rtd.) C.R Dutta Bir Uttam, Ushatan Talukdar MP and Hubert Gomez, Three Presidents, Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, Jyotirindra Bodhipriya Larma (Santu Larma), President and Sanjib Drong, General Secretary, Bangladesh Adibasi Forum, Joyanta Sen Dipu, President and Adv. Tapash Kumar Paul, General Secretary Bangladesh Puja Udjapan Parishad, Nirmal Rozario, President and Hemanta I Koraiya, General Secretary, Bangladesh Christian Association, Prof. Dr. Ashim Ranjan Barua, President and Ashok Barua, General Secretary, Bangladesh Buddhist Federation, Ajit Ranjan Barua, President, Swapan Barua Chowdhury, Representative, Dhaka Region, and Sudip Barua, General Secretary, Bangladesh Buddhist Association, Dr.Prabhash Chandra Roy, President and Palash Kanti Dey Executive General Secretary, Bangladesh Jatiya Hindu Mahajote, Panna Lal Dutta, President and Birendranath Adhikery, General Secretary, Jagannath Hall Alumni Association, Sanker Sarkar, Secretary General (Acting), Bangladesh Hindu League, Prof. Hirendranath Biswas, President and Somnath Dey, General Secretary, Bangladesh Jatiya Hindu Samaj Sanskar Samity, Prof. Ashok Taru, President and Adv. Ashok Kumar Ghose, General Secretary, Bangladesh Minorities Sangram Parishad, Prof. Ajoy Roy, President and R. N Tribedi, General Secretary, Human Rights Congress For Bangladeshi Minorities (HRCBM), Adv. Subrata Chowdhury, President, Sree Sree Bholananda Giri Asram Trust, Santosh Sarma, President, Swajan(Organization of Minority Journalists), Ramananda Das, President and Rajkumar Das, General Secretary, Bangladesh Rishi Panchayet Forum, Nirmal Das, General Secretary, Bangladesh Harijan Oikya Parishad, and Hiralal Bala, President, Anubhaba.

রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার দাবি

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

জঙ্গি সন্ত্রাসী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী অনেক বেশী উৎসাহিত হবে।

স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতিসংঘে উপস্থাপিত ৫-দফার আলোকে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসার জন্যে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট তিন কোয়াই ও ষ্টেট কাউন্সিলার নোবেলজয়ী অং সান সু চি'র প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের আগে সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ গুলশান গোল চত্বরে সমবেত হন। উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজ। বক্তব্য রাখেন ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী। নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়ন্ত সেন দীপু, কাজল দেবনাথ, জয়ন্তী রায়, পান্না লাল দত্ত, নির্মল রোজারিও,সন্তোষ শর্মা, হেমন্ত আই কোরাইয়া, শেলু বড়ুয়া, উত্তম চক্রবর্তী, পদ্মাবতী দেবী, অ্যাড. কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী পিন্টু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশ শেষে পদযাত্রা সহকারে বারিধারা মায়ানমার দূতাবাসে গিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন হিউবার্ট গোমজ, অ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, জয়ন্ত সেন দীপু, নির্মল রোজারিও, পান্না লাল দত্ত, সন্তোষ শর্মা, শেলু বড়ুয়া, মনীন্দ্র কুমার নাথ, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ছাড়াও ১৯ টি সংগঠনের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাষ্ট, অনুভব, সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন ও হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ।

সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে আবার রাষ্ট্রধর্মও আছে। মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনার বিপরীতে সংবিধানকে সাম্প্রদায়িকীকরণ করে প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তিকে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরীপ তুলে ধরে তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালের ৩০% ধর্মীয় সংখ্যালঘু আজ ৯.৭%-এ এসে ঠেকেছে। বিদ্যমান রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক পরিবেশ অব্যাহত থাকলে আগামি দু'দশকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর হার শূণ্যের কোঠায় নেমে আসবে যাতে গণতন্ত্র, উন্নয়ন, সমৃদ্ধি সবই বিপন্নের মুখে পড়বে। অ্যাড. রানা দাশগুপ্ত সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদসহ জনপ্রতিধিনিত্বশীল সকল সংস্থায় আসন সংরক্ষণ করতে হবে এবং সংখ্যালঘু সুরক্ষায় বিশেষ আইন প্রণয়নসহ সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

এ গ্রুপ বৈঠকের সঞ্চালক ছিলেন যুক্তরাজ্যের ইনষ্টিটিউট ফর লিডারশিপ এন্ড কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্টের পরিচালক ইফতিদার কারামত চীমা। এতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে যা উঠে এসেছে তা হলো- ক্ষমতালাভের জন্যে রাজনীতিবিদদের ধর্মের ব্যবহার, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্মের বৈপরীত্যমূলক অবস্থান, সংবিধান ও আইন প্রণেতাদের প্রণীত আইনের বাস্তবায়নে ফাঁড়াক, প্রজন্মের ব্যবধান, মহানগর, শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক পার্থক্য, অনলাইন ডিজিটালে ভুয়া সংবাদ পরিবেশন ও চরমপন্থীদের অপব্যবহার, সরকার ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, শিক্ষাই সংকট, মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, চরমপন্থী ভাবাদর্শ প্রতিরোধে সম্পদ ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। তবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিকাশে সুবিধার দিকগুলোর মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে- বাঙালি জাতির ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস ও সহিষ্ণুতা, চরমপন্থার বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, দেশের সবচেয়ে বড় এক যুবসমাজ, নারী অধিকারে অগ্রগতি, প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ ও ধর্মীয় চিন্তাবিদ, সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের সুযোগ, শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে সমন্বয়তা ও সৃজনশীলতা।

গ্রুপ বৈঠকে উঠে এসেছে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদিতা ও চরমপন্থীদের আক্রমণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হিন্দুরা। একই সাথে সুফীবাদের অনুসারী, শিয়া, আহমদীয়া ও মুক্তচিন্তার বিদগ্ধজনেরা।

বৈঠকের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিকাশে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সাবেক মন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিম-লীর সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক রাষ্ট্র ও রাজনীতির চর্চায় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতাসম্বলিত ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের প্রতি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেন, এতে যা বর্ণিত আছে তার যথার্থ বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিকাশ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

দু'দিনব্যাপী বৈঠকে মায়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সমস্যা আলোচনায় প্রাধান্য পায়। এতে অংশ নিয়ে মায়ানমারের প্রতিনিধিরা বলেন, এ সমস্যা সম্প্রদায়গত সমস্যা নয়, জাতিগত সমস্যা। তাঁদের বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে যদিও নির্বাচনে আউং সান সু চি'র দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে কিন্তু সরকার পরিচালনায় ও নীতি নির্ধারণে সেখানকার সামরিক বাহিনী মূল ভূমিকা পালন করছে।

দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা- এ ছ'টি দেশের প্রতিনিধিদলের বৈঠক থেকে এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিকাশে ও বিনির্মাণে বাধা হিসেবে ৩টি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর তা' হল- রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মের ব্যবহার, সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্য আর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যকে অবদমন। এ থেকে উত্তরণে সুযোগ হিসেবে বেরিয়ে এসেছে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ, শিল্পকলা, (নৃত্য, গান, সৃজনশীলতা), প্রগতিবাদী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ডিজিটাল ও সামাজিক মিডিয়া এবং এ অঞ্চলের প্রতিটি ধর্মের অর্ন্তনিহিত সামাজিক ন্যায়বিচারের বার্তা।

জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল এবং গণহত্যা প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষ উপদেষ্টা এডামা দিয়েং বৈঠকের সমাপনী অনুষ্ঠানে আবেগঘন বক্তব্যে বলেন, কাউকে পেছনে ঠেলে দেয়া নয় বরং ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই মানবমুক্তির লক্ষ্যে কাজ করি। সকল ধর্ম শান্তিতে, স্বস্তিতে, নিরাপত্তায় মানুষের বসবাসের কথা বলে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বাণীকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। এ বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা শান্তি ও সম্প্রীতির শত্রু। ব্যাংককের এ বৈঠক থেকে, চলুন, তাকে নিক্ষেপ করি।

তিনি বলেন, জাতিসংঘ শান্তির লড়াইতে থাকবে। ক্ষুধা ও দারিদ্র থেকে মুক্তির লক্ষে কাউকেও তারা ধর্মীয় পরিচিতির কারণে বাইরে রাখা যাবে না। দক্ষিণ এশিয়ার সকল রাষ্ট্রে জাতীয় পর্যায় থেকে সমন্বতিভাবে কাজ শুরুর এখনই সময়।

পরিষদ বার্তা
নভেম্বর ২০১৭

রংপুর, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঐক্য পরিষদের মানব বন্ধন

ছবি: পরিষদ বার্তা

সারাদেশে ঐক্য পরিষদের সমাবেশ, বিক্ষোভ

সাম্প্রদায়িক হামলা অব্যাহত থাকলে সংখ্যালঘুদের আগামি নির্বাচনে ভোটদান অনিশ্চিত হয়ে পড়বে

॥ নিজস্ব বর্তা পরিবেশক ॥

কথিত ধর্ম অবমাননার জিগির তুলে রংপুরের ঠাকুরপাড়ায় ও ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর, উপাসনালয়ে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে ১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে।

ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিলের আগে জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে আয়োজিত সমাবেশে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ রংপুর ও ফরিদপুরসহ সারা দেশে ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ঘটনায় ফেসবুকে ভুয়া পোষ্টিং দিয়ে যেসব দুর্বৃত্ত ধর্ম অবমাননার মিথ্যা জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করেছে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে অনতিবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় দ্রুততম সময়ে বিচার নিষ্পত্তির দাবি জানিয়ে বলেছেন, কর্তব্যে অবহেলার দায়ে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তাদের বিরুদ্ধেও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হলে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে বিশেষভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠিকে টার্গেট করে তারা দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করবে যা গণতন্ত্রের জন্যে কোনভাবেই শুভ হবে না।

ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে সংসদ নির্বাচনে ভোটদানে তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে, এমনকি অংশগ্রহণ করবে কি না তা তারা ভেবে দেখতে বাধ্য হবেন।

প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন হিউবার্ট গোমেজ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি । সভায় বক্তব্য রাখেন এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, কাজল দেবনাথ, বাসুদেব ধর, জে.এল ভৌমিক, নির্মল রোজারিও, মঞ্জু ধর, মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, পদ্মাবতী দেবী, এ্যাড. শ্যামল কুমার রায়, এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, উত্তম কুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্র নাথ বসু ও প্রিয়া সাহাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ নেতা-কর্মীরা মিছিল সহকারে সমাবেশে যোগ দেন। ছাত্র-যুব নেতারা বলেন, ইতোপূর্বে কক্সবাজারের রামু, পাবনার সাঁথিয়া, দিনাজপুরের চিরিরবন্দর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসির নগর, রাঙামাটির লংগদুতে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক হামলার কোন বিচার হয়নি। এছাড়া গত ১১ নভেম্বর বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শংকর ও সেতার বাদক পণ্ডিত রবি শংকর-এর পৈতৃক বাড়ি নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলা সদরে শীতলা মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুস্কৃতিকারীরা।

বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে আরো বক্তব্য রাখেন উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার বাপ্পী, রমেন মণ্ডল, ব্রজ গোপাল দেবনাথ, সাগর হালদার, এ্যাড. কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী পিন্টু, দিপালী চক্রবর্তী, ডেভিড বৈদ্য প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, রংপুরে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে হিন্দুপাড়ায় হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে পৃষ্ঠা- ৬

চট্টগ্রামে রানা দাশগুপ্ত

সংখ্যালঘুদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত অতি সাম্প্রতিককালে রংপুর, ফরিদপুরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, সংখ্যালঘুদের উপর এহেন হামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন অব্যাহত থাকলে আগামি নির্বাচনে তারা ভোট কেন্দ্রে যাবে কিনা তা' তারা নতুন করে ভেবে দেখতে বাধ্য হবে। গণতন্ত্রের স্বার্থে এরূপ দুর্ভাগ্যজনক পৃষ্ঠা- ৩

মিয়ানমার দূতাবাসে সংখ্যালঘু সমন্বয় কমিটির স্মারকলিপি পেশ

রোহিঙ্গাদের অবিলম্বে ফিরিয়ে নেয়ার দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ-র নেতৃত্বাধীন ১৯টি সংগঠনের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ৯ নভেম্বর সকালে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত মাই মিন্ট থান-র কাছে বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের অনতিবিলম্বে তাদের মাতৃভূমিতে সম-অধিকার ও সম-মর্যাদায় ফিরিয়ে নেয়া এবং সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসনের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

স্মারকলিপির বিবরণ সপ্তম পৃষ্ঠায়

স্মারকলিপিতে বলা হয়, কোন পরিস্থিতিতে মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গারা স্বদেশত্যাগে বাধ্য হয়ে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় বাংলাদেশে অবস্থান নিয়েছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করেন। কেননা, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের অবর্ণনীয় অত্যাচারে, যা আন্তর্জাতিক অপরাধের পর্যায়ে পড়ে, তৎকালীন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুরা নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মায়ানমারে আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে দীর্ঘকাল।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা' দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকলে এ অঞ্চলের শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতায় নিদারুণভাবে বিঘ্নের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এতে পৃষ্ঠা- ৭

পদযাত্রা সহকারে বারিধারায় মিয়ানমার দূতাবাসে স্মারকলিপি প্রদান

ছবি: পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২